কলা বিক্রির টাকায় অক্সিজেন, অনুদানের টাকায় হয় বেতন

নানামুখী সমস্যা নিয়েও শিশুদের সেবা দিয়ে চলেছে ঝিনাইদহের ২৫ শয্যার সরকারি শিশু হাসপাতালটি। অর্থের অভাবে হাসপাতাল চত্বরে আবাদ করা কলা বিক্রির টাকা ও অনুদানে চলে চিকিৎসাসেবা। সরকারি উল্লেখযোগ্য কোনো বরাদ্দ না থাকায় চিকিৎসা সেবায় প্রয়োজনীয় যেকোনো জিনিসও কিনতে হয় অনুদানের টাকায়।

সরকারি এ শিশু হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে ৬০ জনের বেশি রোগী চিকিৎসা নিয়ে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসকের পদ আছে ৫টি। আছেন ৩ জন। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, রেডিওগ্রাফি, প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও স্টোরকিপারের পদও খালি। এছাড়া ২১ জন নার্স পদের বিপরীতে আছেন ১৭ জন। তবে এমএলএসএস, ওয়ার্ড বয়, আয়া, মালি, নিরাপত্তাপ্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কোনো পদই নেই। তারপরও এসব পদে যে ক’জন আছেন তাদের বেতন হয় অনুদানের টাকায়।

কিছু ব্যবসায়ী, কয়েকজন চিকিৎসক এবং ডা. আলী হাসান ফরিদের একাধিক বন্ধুর সহায়তায় শয্যা, যন্ত্রপাতি ও জনবল দিয়ে চলছে হাসপাতালটি। ঝিনাইদহের জাহেদি ফাউন্ডেশন নিয়মিত সহায়তা করে। এছাড়া ১৫ জন হৃদয়বান ব্যক্তি কিছু সহায়তা দেন। এরপরও হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের অক্সিজেন ও ওষুধের যে চাহিদা তার অর্ধেকও বরাদ্দ নেই সরকারের।

২০০৫ সালের ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা শহরের টার্মিনাল এলাকায় ২৫ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি এ শিশু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে বছরের পর বছর বন্ধ থাকে হাসপাতালটি। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে হাসপাতালটি তার সেবা কার্যক্রম শুরু করে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উদ্বোধনের পর হাসপাতালে কোনো সরঞ্জাম না থাকায় কনসালট্যান্ট আলী হাসান ফরিদ তার বাসা থেকে ব্যক্তিগত কম্পিউটার নিয়ে আসেন। ওই কম্পিউটার হাসপাতালের কাজে ব্যবহার করেন এবং শিশুদের চিকিৎসা ও মায়েদের পরামর্শ দেন। এভাবে আস্তে আস্তে হাসপাতালটি আশপাশের এলাকার মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। মানুষ এখন এ হাসপাতালের

চিকিৎসাসেবায় আস্থাও রাখেন। কিন্তু সিভিল সার্জনের কার্যালয় বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতালটির ওপর কোনো নজর নেই। যে কারণে হাসপাতালের কর্মকর্তারা বারবার অনুরোধ করেও জনবল, যন্ত্রপাতি ও অর্থসহায়তা পান না।

সরেজমিন শিশু হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, প্রথমে বড় একটি প্রবেশ গেট। ভেতরে প্রবেশ করলে চারপাশে নানা ধরনের ফুলের বাগান। এর সামনে লাল ইটের দোতলা ভবন। হাসপাতাল চত্বরটি খুবই পরিপাটি করে সাজানো। ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা গেলো, পর্যাপ্ত শয্যা আছে। শয্যাগুলোর গায়ে লেখা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম সেগুলো যারা দান করেছেন।

ঝিনাইদহ সদরের নতুনবাড়ি এলাকা থেকে আসা হীরা খাতুন বলেন, এ হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। আমার বড় ছেলে এখান থেকে সুস্থ হয়েছে। এখন ছোট ছেলে অসুস্থ, তাই এখানে এসেছি। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে থেকে পরীক্ষা করে ডাক্তারকে দেখাতে দুই দিন দেরি হয়ে গেলো।
কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে আসা নাসিমা বেগম বলেন, আমার ১৬ মাসের সন্তানের শ্বাসকষ্ট হলে প্রথম উপজেলা হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখানে এসে সন্তান অনেকটা ভালো আছে। হাসপাতালটি খুবই সুন্দর, সেবার মানও ভালো।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন পর চালু হলেও নানা সংকট রয়েছে হাসপাতালটিতে। নেই পরীক্ষা- নীরিক্ষার জন্য কোনো ল্যাব। যে কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরও বাড়তি টাকা খরচ করে বাইরে থেকে পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়তি টাকা খরচ হচ্ছে। তাই দ্রুত হাসপাতালটিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য ল্যাব চালু করার দাবি রোগীর স্বজনদের।

কনসালট্যান্ট আলী হাসান ফরিদ বলেন, হাসপাতালে নানা সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসা শিশুদের জন্য বছরজুড়ে কৃত্রিম অক্সিজেনের দরকার হয়। এতে বছরে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার অক্সিজেন লাগে। সরকারের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা পাওয়া যায়। হাসপাতালে পড়ে থাকা তিন বিঘার মতো জমিতে কলা চাষ করা হয়। কলা বিক্রি করে গত বছর আশি হাজার টাকার অক্সিজেন কেনা হয়েছে। এবছরও তাই করতে হবে। এছাড়া হাসপাতালে রাতের নিরাপত্তার জন্য লাইট ও অন্যান্য জিনিসপত্র কলা

বিক্রির টাকা দিয়েই কিনতে হয়। এছাড়া ওষুধ, অক্সিজেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হয় মানুষের অনুদানের টাকায়। জনবল ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য সিভিল সার্জন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখায় অনেকবার আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, হাসপাতালটিতে সাধারণত রোগী থাকে ৬০ থেকে ৭০ জন। আর ছোট বাচ্চাগুলোর সবারই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। আমাদের শিশু হাসপাতালে সরকার থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় তা যথার্থ না। ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে জনবলের যে সংকট সে বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতি মাসেই আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। বড় কোনো নিয়োগ না হলে হয়ত ডাক্তারের সংকট সমাধান করা যাবে না। হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার সংকট ও সরঞ্জামাদি সংকটের সমাধান করার দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

ঝিনাইদহের করোনা রোগিদের জন্য হাসপাতালে সংসদ সদস্য’র অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ

ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত রোগিদের জন্য ২৪ টি বড় মাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ করেছে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

শনিবার দুপুরে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশীদ’র কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার বুঝে দেন ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য জীবন কুমার বিশ্বাস।

এর আগে হাসপাতাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় খুলনা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের পরিচালক ডা: রেজা সেকেন্দার, ঝিানইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: হারুন অর রশীদ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সদস্য

জীবন কুমার বিশ্বাসসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, গত কয়েকদিন যাবত ঝিনাইদহে অক্সিজেন সিলিন্ডার সংকট ছিল। যে কারণে করোনায় আক্রান্ত রোগিরা ঝুঁকিতে ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে জানালে তিনি হাসপাতালে ২৪ টি বড় মাপের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদাণ করেন।

এতে করোনায় আক্রান্তসহ মুমুর্ষ রোগিরা কিছুটা হলেও ঝুঁকিমুক্ত থাকবেন।

জীবননগরে স্থাপিত হতে চলেছে ‘হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট’

করোনায় আক্রান্তদের জন্য মানবতার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন এলাকার কৃতি সন্তান মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদার। নিচ তলায় থাকবে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবারহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও কেবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাক-আপের জন্য অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সর্বদা মজুদ থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি এই অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালে একই রকমের হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনা আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই বিএন্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান (টিপু তরফদার) কেন্দ্রের নির্দেশে গত ২৮শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী এলাকায় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ১৩ হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তায় প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছেন এবং নানা কারণে লক ডাউনে পড়েছেন তাদের প্রতি পরিবারের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনে কাজ করেছেন ঢাকাস্থ রবিন এন্টারপ্রাইজ। ইতোমধ্যে ঐ কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের ৭৫% টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করা হয়েছে। আগামী ১১-১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে প্লান্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে জানান, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর থানার প্রধান ত্রাণ সমন্বয়কারী জনাব মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু)।

তিনি আরো জানান, হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট সম্পর্কিত কোন তথ্য জানার জন্য, যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইলো। দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম, মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪২৯৩০, জীববনগর পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু), মোবা: ০১৭১৩-৯২২৮৩২।